গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
দুর্যোগব্যবস্থাপনাওত্রাণমন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশসচিবালয়, ঢাকা।

নং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২৬৭

তারিখঃ ২৩/০৮/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৪.০০টা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্কতা সংকেত নাই।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ (আজ রাত ১.০০ টা পর্যন্ত**):**
ফরিদপুর, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জাযগায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। **তাপমাত্রাঃ** সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

গত ২৪ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চতাপমাত্রা	৩২.২	৩২.৫	২৩.৭	৩৪.৫	৩১.০	৩২.৮	৩১.৫	৩১.৮
সর্বনিম্নতাপমাত্রা	২৪.২	২৫.৮	২৩.৫	২৪.০	২৪.৯	২৪.৩	২৪.২	২৪.২

*দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেট ৩৪.৫ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল চাঁদপুর ২৩.৫ ডিগ্রী সে.।

০২। নদ-নদীরপানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃবন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো**)**

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৩ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	২২ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০১ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৬৪ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০১ টি

নিম্নবর্ণিত ০১ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	যশোর	কপোতাক্ষ	ঝিকরগাছা	+৮	+১১৬

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও সুরমা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে গঙ্গা-পদ্মা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও সুরমা নদ-নদীসমূহের পানি সমতলের হ্রাস আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে কুশিয়ারা নদীর পানি আগামী ২৪ ঘন্টায় হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতলের বৃদ্ধি আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ অব্যাহত থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯.০টা থেকে আজ সকাল ৯.০টা): **উল্লেখযোগ্য কোন বৃষ্টিপাত হয় নাই।**

৩। সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতিঃ

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বেশ কয়েকটি জেলা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যা প্লাবিত জেলাগুলি হলোঃ নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাংগাইল কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ। বন্যা আক্রান্ত জেলাসমূহের ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়াও বন্যার কারণে মোট ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলায় ০৯ জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ০৭ জন, জামালপুর জেলায় ৩০ জন, মাণিকগঞ্জ ০৫ জন, টাংগাইল ০৩ জন, রংপুর ০৮ জন, সিরাজগঞ্জ ০৩, রাজবাড়ী ০৬ জন, ঢাকা ০২, সুনামগঞ্জ ০১ জন, এবং ফরিদপুর জেলায় ০২ জন। বর্তমানে দেশের নদ-নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোর বন্যা পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক।
বন্যা কবলিত জেলাসমূহে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক ' এবং জিআর চাল, জিআর ক্যাশ বরাদ্দ ও মজুদ বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ' এবং দেখানো হলো।

****.** 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' থেকে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকীর জন্য বন্যা কবলিত বিভিন্ন জেলা সফর করেন। সফরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদার ভিত্তিতে মন্ত্রী মহোদয় জি-আর চাল ও ক্যাশসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী তাৎক্ষণিকভাবে বরাদ্দ প্রদান করেন এবং সে অনুযায়ী সচিব মহোদয়ের নির্দেশে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত নিয়মিত বরাদ্দাদেশ জারী করা হয়।

**. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ের ১৬ জন কর্মকর্তা বন্যা কবলিত বিভিন্ন জেলায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকীর জন্য বন্যাক্রান্ত জেলাগুলোতে অবস্থান করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর জেলার পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন।

৪। টর্নেডোঃ

মুন্সিগঞ্জঃ গত ২১/০৮/২০১৬খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯.৩০টায় মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার গাউদিয়া ইউনিয়নের গাউদিয়া ও উত্তর গাউদিয়া গ্রামের উপর দিয়ে একটি টর্নেডো বয়ে যায়। টর্নেডোয় গাউদিয়া বাজারের ২০টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া গাউদিয়া গ্রামের আনুমানিক ৩০/৪০টি পরিবারের ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টর্নেডোর আঘাতে ৩৫ জন লোক আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাকী ২৫ জনের চিকিৎসা চলছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে আহতদের প্রত্যেককে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে ০১ টন চিড়া বিতরণ করা হয়েছে।

ফরিদপুরঃ গত ২১/০৮/২০১৬ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের উপর দিয়ে একটি টর্নেডো বয়ে যায়। টর্নেডোয় উক্ত ইউনিয়নের বাকুন্ডা এলাকার করিম জুট মিলের সেড ভেংগে পড়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় শতাধিক লোক আহত হয়েছে। জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর ঘটনাস্থল পরিদর্শনের গিয়েছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে নিহত, আহত ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ৩,০০,০০০/- টাকা এবং ৫০ মেঃ টন চাল উপবরাদ্দ করা হয়েছে।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিংকরার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC (**জাতীয়দুর্যোগসাড়াদানসমন্বয়কেন্দ্র**)** ২৪ ঘন্টা (৭**X২৪)** খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC'**রনিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ**NDRCC'**রটেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উপসচিব (এনডিআরসিসি) ৯৫৪৬৬৬৩;
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অতিরিক্ত সচিব, দুব্যক) এবং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উপসচিব, এনডিআরসিসি)
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email:ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/-
(মো: আমিনুল ইসলাম)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৬৬৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগব্যবস্থাপনাওত্রাণমন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগব্যবস্থাপনাওত্রাণমন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। প্রধানতথ্যকর্মকর্তা,পিআইডি,বাংলাদেশসচিবালয়,ঢাকা।ইলেক্ট্রোনিকওপ্রিন্টমিডিয়াতেপ্রচারেরজন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।